Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 1:14:02 mint.
ID: IDI_AMR101_HH_R_21May17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Male	35	Class-V	HDM	13,000 BDT	3 Year-Female	68 Year-Female	Banglai	Total=6; Child-3, Husband (Res), Wife and Mother.

প্রশ্নকর্তাঃ ..... ভাই যেহেতু আপনি অনুমতি দিয়েছেন তাহলে আমি রেকর্ডারটা অন করলাম?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ তো কতগুলো বিষয় প্রথম আমরা জানব, তো আপনি আমাকে একটু বলেন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি কৃষি কাজ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ কৃষি কাজ করেন, না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ পরিবারে আর কে কে আছে আমাকে যদি একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ আমার এক ছেলে, দুই মেয়ে, আমার ওয়াইফ,আমার মা। ছয়জন, মোট।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, টোটাল আপনারা হচ্ছেন ছয় জন?

উত্তরদাতাঃ ছয়জন।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখানে কি পাঁচ বছরের নিছে কেউ আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কার বয়স কত? একটু আমাকে বলুন।

উত্তরদাতাঃ আমার বড় ছেলের বয়স চৌদ্দ বছর, মেয়ের বয়স সাত বছর, ছোট মেয়ের বয়স তিন বছর।

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনার আম্মার কথা বলেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ৬৮ বছর

প্রশ্নকর্তাঃ ৬৮ বছর?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বয়সটা?

উত্তরদাতাঃ ৩৫

প্রশ্নকর্তাঃ আর ভাবীর?

উত্তরদাতাঃ ৩০ বছর।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনারা হয়েছেন এই ছয়জন, এই ছাড়া কি আর কেউ কি মাঝে মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসে, এখানে থাকে, খায় এই রকম কেউ কি আছে?

উত্তরদাতাঃ আমার এমনে আত্নীয় আছে, বোন আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তারা আসে

প্রশ্নকর্তাঃ কখন আসে তারা?

উত্তরদাতাঃ তারা দিনে আসে, আবার রাতে থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ কত দিন পর পর তারা আসে?

উত্তরদাতাঃ মাঝে মাঝে, হঠাৎ করে তারা আইসা পড়ে, এক বোনের বাড়ি কাছে। মেহমান আছে না তারা আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ মেহমান আসে, আইচ্ছা। একটা জিনিস আমরা বলতে ছিলাম যে, আপনার যেহেতু বাচ্চা আছে, মুরুব্বিও আছে, আর একটা বলতেছিলাম যে আপনার গবাদি পশুও আছে, আপনার কি কি ধরণের প্রাণী আছে?

উত্তরদাতাঃ গবাদি পশুর মধ্যে গরু আছে চারটা। দুইটা বহন বাচ্চা আর দুইটা ষাঁড় বাচ্চা।

প্রশ্নকর্তাঃ দুইটা কি বাচ্চা?

উত্তরদাতাঃ ষাড় বাচ্চা।

প্রশ্নকর্তাঃ আর দুইটা?

উত্তরদাতাঃ বহন বাচ্চা। গাভী

প্রশ্নকর্তাঃ গাভী?

উত্তরদাতাঃ হ,গাভীন, গাভী। এমনিতে ছোট আরকি। একটা পাঁচ মাইসসা আর একটা ছোট।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা গাভীন?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চা হলে গাভীন বলে, আমরা বলি বহন বাচ্চা গ্রামের ভাষায় বহন বলি।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে যারা বাচ্চা দিবে এই রকম দুইটা আছে না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুইটা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তারমানে টোটাল কয়টা বললেন?

উত্তরদাতাঃ চারটা।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলো দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ আমি করি, আমার ওয়াইফ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি করেন আপনার ওয়াইফও করে?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ বেশীরভাগ সময় দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ বেশীরভাগ আমার ওয়াইফ করে, বাড়িতে থাকে তো।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি দেখাশুনা করে না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ দেখাশুনা বলতে কি ধরনের?

উত্তরদাতাঃ এই খাবার দাবার দেওয়া, গোসল টসল আমিই দেওয়াই। আমার ওয়াইফও মাঝে মাঝে সাথে থাকে। খাবার তাবার দেওয়া এই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্ছাদের দেখাশুনা এবং গরু এই দুইটায় কি ভাবি দেখাশুনা করে নাকি আপনি ও দেখেন?

উত্তরদাতাঃ আমি ও দেখি আপনার ভাবিও দেখে। দুইজনেই দেখি।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি কোন ধরণের ওষুধ লাগে?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ লাগলে ডাক্তার আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ কে, ডাক্তারের জন্যে যায় কে? কিভাবে যান একটু বলেন তো আমাকে?

উত্তরদাতাঃ এই ফোন করি নাম্বার আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে সিধান্ত নেয় কে?

উত্তরদাতাঃ ওই আমি যায় আমার ওয়াইফও যায়। আমি বাড়ি না থাকলে আমার ওয়াইফও যায় ডাক্তারের কাছে বা ফোন দেয় আমাকে, ফোন দিয়া আমাকে বলে যে এই সমস্যা হয়েছে, যে কোন একটা সমস্যা হলে আমি যদি দূরে থাকি আমাকে ফোন দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি দূরে থাকলে আপনাকে ভাবি জানায় যে বাবু অসুস্থ বা গরুর এই প্রবলেম হয়েছে তুমি তাড়াতাড়ি কর।

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এই যে বাচ্চার জন্যে ওষুধ লাগবে গরুর জন্যে ওষুধ লাগবে এই সিধান্ত টা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ সিধান্তটা উনি নেয় আমিও নেয়। আমি যদি বাড়িতে থাকি তাহলে তো আমিই নেয়। আমিই সিধান্ত নিলাম, আর যদি বাড়িতে না থাকি তাহলে তো ফোন দিয়া জানাইব। তখন গরুর জন্যে আমি ডাক্তারকে ফোন দিয়া দি সে এসে বাড়িতে দেখে যাবে কোনটার কি সমস্যা। আর বাচ্চা হলে বাজারে নিয়া যান লাগব। বাজার কাছেই।

প্রশ্নকর্তাঃ বাজারে নিয়া যায় কে?

উত্তরদাতাঃ ওই ওয়াইফে নিয়া যায়, বাড়িতে না থাকলে ওয়াইফে নিয়া যায়। আবার মা নিয়া যায় আমার।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে এক জনের বিপরিতে আরেকজন করে। এক জন না থাকে আরেক জন তাই না?

উত্তরদাতাঃ জী

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার পরিবারের মেইন ইনকাম কি? আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ হুম, কৃষিকাজ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কেউ কি কিছু করে?

উত্তরদাতাঃ না আর কেউ কি করব, আর তো কেউ নাই।

.....৫.০৩ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি যে কৃষি কাজ করেন এটা কি জমি চাষের বিষয় না?

উত্তরদাতাঃ জমি আছে চাষ করি আবার বাঁশের জঙ্গল আছে ওইগুলি বেচা কেনা করি। তারপর বাড়িতে গরু পালন করি। বিক্রি করি, কিনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ঘরটা তো দেখতে পাচ্ছি, এটাতো.....

উত্তরদাতাঃ টিনের ঘর।

প্রশ্নকর্তাঃ টিনের ঘর। ঘর কয়টা আপনার এখানে?

উত্তরদাতাঃ এখানে দুইটা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ বাকি গুলো কার?

উত্তরদাতাঃ ঘরই মোট দুইটা। এইটা পাকের ঘর, আর ওইটা গোয়াল ঘর। মেইন ঘর হল উত্তর ভিটারটা আর পাশের টা।

প্রশ্নকর্তাঃ গোয়াল হইছে পাশের টা না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ আমি একটু আপনার ঘরের ভিতরে যাব, দেখব কি কি সরঞ্জাম আছে, তো আপনার ইনকাম কেমন হয়? আয় রোজগার কেমন?

উত্তরদাতাঃ আয় রোজগারের কোন হিসাব নাই,

প্রশ্নকর্তাঃ মাসে যদি আমরা হিসাব করি কেমন হতে পারে।

উত্তরদাতাঃ মোটামুটি আমার সংসার চলে, বাচ্চা তাচ্ছা নিয়া মোটামুটি সচ্ছল আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ মোটামুটি সচ্ছল আছেন, তারপরও যদি আমি একটা এমাউন্ট এর কথা বলি, যেমন ধরেন আমার একটা মাসিক বেতন আছে, আপনারটা কে আপনি কত টাকার মধ্যে ফেলবেন? আপনার সব ইনকাম মিলিয়ে

উত্তরদাতাঃ আয় রোজগার এইগুলো হিসাব করা যায় না, কত মাসে পনের বিশ হাজার পড়ে, কত মাসে দশ হাজার, এই গুলো তো এক সমান হয় না। এক মাসে এক রকম।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে এক মাসে একটা হয় আপনি নিজেকে কোনটার মধ্যে ফেলবেন? কোনটার মধ্যে রাখবেন, একটা যদি এভারেজ করেন আরকি।

উত্তরদাতাঃ ওই বার তের হাজার টাকা এভারেজ ধরেন।

প্রশ্নকর্তাঃ বার তের হাজার টাকা না।

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ এখন তাহলে আমি জানব আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে, পরিবারের সবাই তো আল্লাহর রহমতে সুস্থ্য আছে, কেউ কি অসুস্থ্য আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, এখন আল্লাহর রহমতে সবাই সুস্থ , অসুস্থ্য নেই কেউ।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুস্থ্য মানে যে কোন ধরণের অসুস্থতা, জ্বর, ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এই রকম কারো কিছু হয়েছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ না, আমার আল্লাহ্‌র রহমতে এখন নাই। এই আমার মার একটু ডায়াবেটিস, এইটার জন্যে তো ওষুধ খাচ্ছে সার্বক্ষণিক।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, উনার কি হয় একটু বলেন তো? কি কি করতে হয় উনার জন্যে?

উত্তরদাতাঃ ডায়াবেটিসের ওষুধ খেতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি তো বয়স্ক মানুষ, উনার জন্যে আর কি করতে হয়?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ খায় আর হাঁটাহাঁটি করে।

প্রশ্নকর্তাঃ হাঁটাহাঁটি করে তো ডায়াবেটিসের জন্যে,

উত্তরদাতাঃ ডায়াবেটিস কমানোর জন্যে।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনিতে কোন ধরনের জ্বর, ঠান্ডার, সর্দি,কাশি এই রকম কিছু কারো হয়েছে কিনা এবং তার জন্যে কোন ধরণের এন্টিবায়োটিক খেতে হয়?

উত্তরদাতাঃ না না এই ধরণের কিছু এখন নাই। হয় মাঝে মাঝে ঠান্ডা জ্বর, আমার ছোট মেয়ের ও ঠান্ডা লাগে, ওষুধ খাওয়া লাগে, ওই এন্টিবায়োটিক দেয় সিপ্রাসিন দেয়, কিয়া ওই ফাইমক্সিলিন ওই গুরুপের ওইগুলো দেয়। নাম তো এত জানি না। ফাইমস্কিল আরও জানি কি কি আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কি কি এন্টিবায়োটিকের কথা বলেছেন ভাই?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা লাগলে বাচ্চা পোলা পাইনের ফাইক্সিলিন ওইগুলো দেয়। জ্বর হইলে নাপা দেয়, এইস আছে একটা ওইটা দেয়, এইতো। আমার একটু গ্যাস্টিকের ওই খাওয়া লাগে ম্যাক্সপ্রো, এই গুলো খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে আপনার আম্মার কথা বললেন, ছোট বাচ্চার কথা বললেন, তো মাঝে মধ্যে যে অসুস্থ হয় তাদের দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ এই আমিই দেখি। দেখাশুনা আমারে করন লাগে। আমি করি আমার ছেলে আছে, হে ও দেখে,

প্রশ্নকর্তাঃ এই দেখেশুনা বলতে আপনি কোনটাকে বুঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ দেখাশুনা বলতে ওই যে জ্বর, অসুস্থ হইলে ওষুধ আনা লাগে, ডাক্তার আনা লাগে বাড়িতে, হয় বাজারে নিয়া যাইতে হয়। হয় হসপিটালে নিতে হয়, ক্লিনিক আছে নিয়ে যাইতে হয়। ওখানে নিয়া যাইতে হয়। নিয়া যায়।

.....১০.০৪ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কবে নিয়া গেছেন? আপনার কাউরে?

উত্তরদাতাঃ না, এই রকম আমি আমার কেউরে আল্লাহর রহমতে হসপিটালে নিয়ে যেতে হয় নাই। তো বাড়িতেই ইয়ে হয়েছে,

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয়েছে একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ কিছু দিন আগে আমার নিজেরই সমস্যা হয়েছিল। পেটে সমস্যা হয়েছিল, হজম কম হয়েছিল। এইগুলো ব্যথা হয়েছে, শক্ত শক্ত ভাব ঠেকেছে, পরে নিজগ্রামের বাজারে গিয়েছি ডাক্তারের কাছে কিছু ট্যাবলেট দিয়েছে, সিপ্রসিন, মটিগাট, তারপরে ম্যাক্সপ্র, খাইছি, খাওয়ার পড়ে আল্লাহর রহমতে আমি ভাল হয়ে গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার পেটের কি সমস্যা হয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ পেটে হযম হয়েছে কম, আর এই রকম ব্যাথা হয়েছে একটু একটু, পায়খানা ক্লিয়ার হচ্ছিল না। তারপর ট্যাবলেট খাইলাম, ডাক্তারের কাছে বললাম, ডাক্তার মটিগাট দিল, সিপ্রসিন একটা, আর ম্যাক্সপ্র দিল। এই গুলো খাওয়ার পরে আল্লাহর রহমতে ভাল হয়ে গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কতদিন ছিল এইটা?

উত্তরদাতাঃ এইটা তাও তিন থেকে চার দিন ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ তিন চার দিন ছিল না?

উত্তরদাতাঃ হুম।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কি কি ওষুধ দিয়েছে বললেন?

উত্তরদাতাঃ মটিগাট, ম্যাক্সপ্র, সিপ্রসিন,

প্রশ্নকর্তাঃ তো সিপ্রসিন কয় দিনের জন্যে দিয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ সিপ্রসিন, সব এক সপ্তাহের জন্যে দিয়েছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ এক সপ্তাহের জন্যে দিয়েছিল, এই গুলো কি আপনি খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, খাইছি সব। খাওয়ার পরে আল্লাহর রহমতে ভাল হয়ে গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কোথাকার ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তাররের দোকান থেকে নিয়ে আসছিলাম। ফার্মাসি দোকান করে। তাদের কাছে বলার পর তারা এই গুলো দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আপনার কত দিন আগে হয়েছিল বলেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ এক মাস আগে।

প্রশ্নকর্তাঃ এক মাস আগে না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ এটা তো বললেন আপনার কথা পরিবারে তো আপনার তিন জন বাচ্চা আছে, তারপরে আপনার আম্মা আছে, আপনার ওয়াইফ আছে, এদের কোন ধরণের অসুস্থতা হয়েছে কত কিছু দিনের মধ্যে, বা কাজ করতে গিয়ে কেউ কি হঠাৎ অসুস্থ হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ না, আল্লাহর রহমতে ছয় সাত মাস ধরে কেউ কোন অসুস্থতায় পড়ে নি। আল্লাহর রহমতে হয় নি তাদের।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে আপনার পেটের অসুখ হয়েছিল এর জন্যে আপনি কোথায় গিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ এই বাজারে, আমাদের নিজগ্রামের বাজারে। এখানে একটা ফার্মাসির দোকান আছে ওইখানে। গেছি যাওয়ার পড়ে বলার পর ওষুধ দিয়েছে বলছে যাও এইগুলো খাও, খাইছি পরে ঠিক হয়ে গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ডাক্তারের কাছে যাবেন এই সিধান্ত টা কি আপনি নিজে নিয়েছেন নাকি?

উত্তরদাতাঃ নিজেই। আমি নিজেই নিয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি নিজেই নিয়েছেন, কেন আপনি নিজে নিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ সে অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া লাগবে তো।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন সেই সিধান্ত আপনি কিভাবে নিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ ওখান থেকে, আমরা ছোট খাট, সামান্য হালকা জ্বর-মর এই রকম হইলে, আমাদের একটা ডাক্তার ওর ফার্মাসির দোকান আছে, ওইখানে গেলে মনে করেন খাই, ওখান থেকে খাই বা জটিল হলে ওই বলে হসপিটালে যাও। অমুক হসপিটাল, তমুক হসপিটাল, শরীরের যে প্রেবলেম, ওইটার ধরণ দেখে তো এক একটা একেক ধরণের ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ। যদি জটিল হয় তাহলে বলে যে তোমরা অমুক জায়গায় যাও। অমুক ডাক্তারের কাছে যাও। যাওয়ার পর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর, তা আল্লাহর রহমতে এই রকম আমার যাওয়া লাগে নাই। কিছু দিন আগে আমার বাচ্চার স্কুলে স্কুলে বাচ্চার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করেছে, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করার পরে বাচ্চাকে বলেছে তোমার রক্ত খারাপ, তোমার বাবাকে বলবা তাড়াতাড়ি রক্ত পরীক্ষা করতে, পরে আমি পাশের এক শহরে নিয়া গেছি, নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তাররা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে বলছে কোন সমস্যা নাই। রক্তের কোন সমস্যা নাই, ছেলের রক্ত ভাল। পরে হালকা পাতলা কিছু ট্যাবলেট দিয়েছিল, ওইগুলো খাইছে, পরে আর কোন সমস্যা হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কবে?

উত্তরদাতাঃ এটা তাও দুই মাস চলল।

প্রশ্নকর্তাঃ দুইমাস হয়ে গেছে না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ তো স্কুলে এটা কিসের পরীক্ষা করেছিল?

উত্তরদাতাঃ রক্তের গ্রুপ, ছাত্রদের।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন গ্রুপ বলেছে?

উত্তরদাতাঃ এ- নেগেটিভ বলেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এ না ও? নেগেটিভ নি বলেছে?

উত্তরদাতাঃ এ- নেগেটিভ বলেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ .....ভাই, আপনি বলেছিলেন অসুস্থ্য হলে কাছাকাছি যে ডাক্তার আছে যার ফার্মাসি আছে তার কাছে যান তাই না? এরা কি ধরণের ডাক্তার?

.....১৫.০০মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ এরা ওষুধ বিক্রি করে এমনে এরা কোন ডাক্তারও না। ওষুধ খালি বিক্রি করে, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এই ধরণের। আর দুই একটা জ্বর মর এই সবের চিকিৎসা দেয়। যে ওষুধ এই গুলো খাও গা, তারপর তারা যেটা না বুঝে বলে অমুক ডাক্তারের কাছে যাও। এই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এদের কোন ট্রেনিং আছে?

উত্তরদাতাঃ ট্রেনিং নাই ওদের। এই ডাক্তারের পিছে থাইক্কা সামান্য ওষুধ বেচার ট্রেনিং আছে আরকি। তা ছাড়া তাদের আর কোন ইয়ে নাই। পাশ নাই ওদের কোন।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি কেন যান ওখানে?

উত্তরদাতাঃ যাই, জ্বর মর আইলে ওখানে টাকা কম লাগে, অন্যান্য জায়গায় গেলে ভিজিট লাগে তিনশ, পাঁচশ, এই পরীক্ষা সেই পরীক্ষা, ক্লিনিকে গেলেও পরীক্ষা লাগে তের চৌদ্দটা, আমরা তো কৃষক মানুষ টাকা পয়সা তেমন নাই, তারপরে সামান্য কিছু হইলে ওর কাছে গেলে ওরা যা দেয় টা খাইলে আমাদের মোটামুটি সেরে যায়, আমারা দেখি শারীরিক ভাবে মোটামুটি সুস্থ থাকি,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে, এদের কাছে যান কারণ হল, এদের কাছে ভিজিট লাগে না,

উত্তরদাতাঃ ভিজিট লাগে না,

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি কি সুবিধা পান?

উত্তরদাতাঃ সুবিধা, রাত দশটা বাজে বারটা বাজে কোন সমস্যা হইলে তাদের পাওয়া যায় বা ফোন দিলে আসে বা বলে এই ট্যাবলেট খাইতে বলে। এই গুলো খাইলে একটু কমবে, আর টা নাহলে জটিল থাকলে বলে পাশের এক শহরে নিয়া যাওন লাগব, বা যেকোন হসপিটাল বা ক্লিনিকে নিয়া যাও,এই আরকি তারা এই সুবিধা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ পাশের এক শহরে কোথায় পাঠায়?

উত্তরদাতাঃ পাশের এক শহরের হাসপাতালে পাঠায়,

প্রশ্নকর্তাঃ কোন কোন ক্ষেত্রে ওখানে পাঠায়? আর কোন কোন ক্ষেত্রে এরাই ওষুধ দেয়?

উত্তরদাতাঃ মানে যেটা না বুঝে ওরা, যেটা জটিল, যেটা বুঝে যে ওইটা ওদের পক্ষে সম্ভব না, মানে কোন একটা পরীক্ষার দরকার হইলে, কোন একটা সমস্যা হইলে রক্তের গ্রুপ এই গুলো হইলে পাশের এক শহরে পাঠিয়ে দেয়। যেকোন হসপিটাল না হইলে বলে ঢাকায় নিয়ে যেতে। পাশের এক শহরে নিয়া যাইবার কয়, আরও ক্লিনিক আছে পাশের অন্য উপজেলার ক্লিনিক আছে ওখানে পাঠায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ...ভাই, আপনি বলেছেন এদের জন্যে ভিজিট লাগে না আবার এদের কোন ট্রেনিং নাই, তাহলে এক জন পাশ করা ডাক্তার আর এদের মাঝে কোন পার্থক্য আছে? কি ধরণের পার্থক্য আপনি দেখে থাকেন?

উত্তরদাতাঃ পার্থক্য বুঝি আমরা, কিছু কিছু অসুখ আছে, যেমন আমার ছেলেরে তারা একটা, কোথায় তারা আসল, সরকার থেকে কিনা, স্কুলে স্কুলে আসে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করেছে, এই একটা বলে গেছে যে তোমার রক্তের সমস্যা আছে, ভাইরাস আছে এই সেই, পরে তো আমরা চিন্ড়য় পরে গেছি, পরে হের কাছে গেলাম এবং বললাম সে বলল তাহলে তুমি পাশের এক শহরে যেকোন ভাল ডাক্তার দেখাও। রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করাইয়া আনাও। তারপর ওষুধ যা লিখে দিব নি। তই এই ধরণের সুবিধা, কিছু কিছু ডাক্তার আছে গেলে পরে বুইঝা না বুইঝা ও ওষুধ দিয়া দেয়, আমি এই রকম ও দেখেছি যে শিক্ষিত ডাক্তার ও ভুল করে, ভুল মানুষের মধ্যে, আমি দেখেছি অনেক পাশওয়ালা ডাক্তার ও ভুল চিকিৎসা দেয়। তো এদের কাছে একটু পরামর্শ নিয়ে গেলে একটু ভাল হয়। চিকিৎসা দেয় এই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ কারা চিকিৎসা দেয়? কার কাছে গেলে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে এই যারা ফার্মাসি নিয়া আছে তারা। ফার্মাসিতে যারা ওষুধ বিক্রি করে।

প্রশ্নকর্তাঃ এদের কাছে গেলে কি হয়?

উত্তরদাতাঃ এদের কাছে গেলে এরা বলতে পারে ওর কাছে গেলে ভাল চিকিৎসা পাওয়া যাবে, মানে পরামর্শ পাওয়া যায়। যেমন রক্তের জন্যে ওর কাছে যাও, মেডিসিন বিশেজ্ঞ আছে মেডিসিনের জন্যে ওর কাছে যাও বা হাত পা ভাঙলে হাতভাঙ্গা, পা ভাঙ্গার যে ডাক্তার আছে তার কাছে যাও।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এক ধরণের পরামর্শ দিতে পারে?

উত্তরদাতাঃ হুম ভাল পরামর্শ দিতে পারে, কার কাছে গেলে ভাল চিকিৎসা পাওয়া যাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে বললেন সরাসরি এদের কাছে যান, ওষুধ নিয়ে আসেন,

উত্তরদাতাঃ এই গুলো সামান্য জ্বর মর, ঠান্ডা লাগলে, জ্বর যদি না সাড়ে তখন তারা প্রথম ওষুধ দেয়, যদি ঠিক না হয় তাহলে বলে যে তুমি পরীক্ষা হয়ে আসো। বলে যে তুমি পরীক্ষা ছাড়া ওষুধ খেয়েও না।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রথম কয় দিনের জন্যে দেয়? কিভাবে দেয়?

উত্তরদাতাঃ ওই তিন-চার দিনের জন্যে দেয়, যদি কমে। কমলে তো কমল না কমলে বলে তুমি হসপিটালে যাও, পরীক্ষা হয়ে তারপর ওষুধ খাও, কি রকম জ্বর হয়েছে না হয়েছে টা তো বলতে পারব না,

প্রশ্নকর্তাঃ ওখানে গেলে কি হয়?

উত্তরদাতাঃ ওখানে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওষুধ দিলে ভাল হয় আস্তে আস্তে। কত সময় ভাল হয় না, চিকিৎসা তো ডাক্তাররা দেয়, ভাল সব আল্লাহ করে, কত ভাল হয়ে যায় কত দেরিতে ভাল হয়, কত কত জ্বর আছে এক মাস দেড় মাস ও যায়,

..... ২০.১৮ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরণের এই গুলো কি জ্বর?

উত্তরদাতাঃ টাইফয়েড বলে, কালা জ্বর বলে, এইগুলোর তো অনেক টাইম লাগে, খরচা হয় অনেক আর্থিকভাবে, টাকা পয়সা অনেক লাগে। এই ধরণের অনেক আছে যেগুলোর ধরণ দেখলে তারা বুঝে এই গুলো ভাল হবে না তুমি বড় ডাক্তারের কাছে যাও।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে টাইফয়েড বা কালা জ্বরের কোথা বলেছেন আপনার পরিবারে কারো কি এই রকম কিছু হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ না আল্লাহর রহমতে এই রকম কিছু হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি এই গুলো কোথায় থেকে জানছেন?

উত্তরদাতাঃ জানছি আমার পাশের বাড়ির এক চাচাত বোনের কালা জ্বর হয়েছিল, টাইফয়েড জ্বর হয়েছিল আমার আপন বোনের, এইটা মেলা আগের অনেক ছোট বেলায়, এই গুলোর থেকে শুনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলো হইলে কি হয়?

উত্তরদাতাঃ অনেক দিন জ্বর থাকে, জ্বর সাড়ে না সহজে,

প্রশ্নকর্তাঃ তখন?

উত্তরদাতাঃ তখন পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতে হয়, তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই চিকিৎসার জন্যে কি আপনার অনেক টাকা পয়সা খরচ হয় নাকি?

উত্তরদাতাঃ টাকা পয়সা তো খরচ হয়। পরীক্ষা করতে টাকা পয়সা খরচ হয়, এখান থেকে ওষুধ দেয় ওষুধ কিনতে খরচ হয়, যাতায়াত ভাড়ায় খরচা হয়, আমাদের তো পাশের এক শহর ছাড়া উপায় নাই, এখান থেকে পাশের এক শহরে যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে ডাক্তারের কাছে যান আপনি, কাছাকাছি যে সকল ডাক্তার আছে, তো আপনি কি একা যান নাকি সাথে কেউ যায়?

উত্তরদাতাঃ না, সাথে লোক যায়, যেকোন এক জন যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কে যায়?

উত্তরদাতাঃ যখন যারে পায়, চাচাত ভাই আছে, নিজের ভাই আছে বোন আছে, মা আছে বা ছেলে আছে যেকোন একজনকে নিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কার উপর বেশি ভরসা পান? কাকে নিয়া গেলে আপনার সুবিধা হয়? আপনি কাকে নির্ভর করেন চিন্তা করে বলুন।

উত্তরদাতাঃ আমার সিরিয়াস আল্লাহর রহমতে হয় নাই এখনও, যদি হইয়া থাকে তখন সাথে, কাছে যাকে পাবো তারে নিয়া যাবো। আমার চাচাত ভাই আছে চাচা আছে এখনও জীবিত তারে নিয়া যাবো। কোন সমস্যা হলে তারাও আসে, সাথে নিয়া যায়। আল্লাহর রহমতে এই রকম এখনও হয় নাই,

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে আপনি বলতেছিলেন যে কাছাকছি ডিসপেনসারি আছে ফার্মাসি আছে এদের কাছ থেকে ওষুধ আনতে যান, তো ওষুধ আনতে কোন সমস্যা হয় এদের কাছ থেকে?

উত্তরদাতাঃ না না কোন সমস্যা হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ গেলে ওষুধ দিয়া দেয়? কি রকম ভাবে একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশন নিয়া গেলে সাথে সাথে এই গুলোই দিবে, আর প্রেসক্রিপশন না থাকলে আমাদের জ্বর হইলে ওদের কাছে গিয়া বললে হয় যে আমার এই রকম এই রকম লাগছে, তারপর দেয়, তিন দিনের ওষুধ দিয়া দিবে, যদি ভাল হয় তাহলে আবার দিব না হলে বলে যে পাশের এক শহরে হসপিটাল যাও না হলে অন্য যে কোন হসপিটালে যাও।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রেসক্রিপশনের কথা বলেছেন, প্রেসক্রিপশন কে দেয়?

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশন তো হসপিটালে গেলে পরীক্ষা টরিক্ষা হয়ে তারপর দেয়, ওরা ডাক্তাররা দেয়। বড় ডাক্তাররা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ বড় ডাক্তাররা দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ এক দিকে বলতেছেন এই খানে গেলে পেয়ে যান আবার বলতেছেন প্রেসক্রিপশন দেখাইলে ওষুধ দিয়া দেয়, আসলে আপনি কি করেন, আমি জানতে চাচ্ছি, আপনাদের প্র্যাকটিসটা কি? আমরা কি করি সাধারণত,গ্রামের মানুষ কিভাবে ওষুধ আনে বা নেয়? আমরা কার কাছ যায় কি ওষুধ খায়,

উত্তরদাতাঃ আমরা তো হইলাম গ্রামের মানুষ, সামান্য জ্বর টর হইলে এদের কাছে গিয়ে ওষুধ কিনে নিয়ে আসি,

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে আনেন বলেন তো? যাইয়া কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ যাইয়া বলি যে আমার এই রকম রকম জ্বর হয় বা ভাল লাগে না, প্রেশার কম বেশি থাকলে ওরা মাপে, প্রেশার কম বা বাড়া থাকে ওই ট্যাবলেট দেয়, আর জ্বর থাকলে জ্বরের ট্যাবলেট দেয়, ঠান্ডা থাকলে ঠান্ডার ট্যাবলেট দেয়, এই গুলো খায়,

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর ঠান্ডার জন্যে কি কি ধরণের ওষুধ দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বর হইলে..... এই গুলোর নাম তো আমি বলতে পারব না, এন্টিবায়োটিক খাইছি একটা ২৫ টাকা করে দাম, নাপা দেয় তারপর কট্রিম দেয়, এই গুলোর তো নাম আমি জানি, তারপর আর এক গুলোর নাম তো আমি জানি না,

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলোর কাগজ আছে? কাগজগুলো আছে ওষুধের?

উত্তরদাতাঃ না, কাগজ এখন নাই। অনেক দিন ধরে তো হয় না আলণ্ঢাহর রহমতে তাই রাখি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এদের কাছে যে যান কি সুবিধা টা পান?

উত্তরদাতাঃ ফার্মাসিতে সুবিধা কারণ ওষুধ কিনলে টাকা না থাকলেও তারা টাকা চাইব না, পাশের ডাক্তার যেহেতু টাকা না থাকলেও বা অর্ধেক টাকা থাকলেও তারা ওষুধ দিয়া দেয়। ঠিক মত ওরা দেয় আমার খায়। বাকি আনি, তারপরে জটিল কোন সমস্যা হলে হলেও তারা পরামর্শ দেয় যে অমুক জায়গায় নিলে ভাল হবে, অমুক ডাক্তারের কাছে নিয়া যাও, বা অমুক ক্লিনিকে নিয়া যাও, নিয়া গেলে পরে ভাল হইবে। এই রকম একটা পরামর্শ দেয়ার সুবিধা আমরা পায়।

.....২৫.১৮ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এদের তো বলেছিলেন কোন কোর্স করা নাই ডিগ্রি নাই তাহলে কিভাবে এরা আপনাকে পরামর্শ দেয়?

উত্তরদাতাঃ না না কোর্স করা নাই,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কিভাবে এরা আপনাকে পরামর্শ দেয়?

উত্তরদাতাঃ পরামর্শ দেয় বলে যে অমুক ডাক্তার ভাল অমুক জায়গায় যান।

প্রশ্নকর্তাঃ ওরা এটা কিভাবে বুঝে?

উত্তরদাতাঃ ওরা কিভাবে বুঝে আমার যা জ্ঞানে ধরে, আমার মনে হয় আমার মত প্রায় সকলে প্রথম ট্রিটমেন্ট নি তাদের কাছে এই ফার্মাসিতে। তারপর তারা যে ধরণের পাঠায়, যে যে ধরণের পাঠায় এক ডাক্তারের কাছে এক এক ধরণের পাঠায়, তখন যার কাছে তারাতারি ভাল হয়, ঠিক মত ওষুধ দেয় যে তারা সেটা বুঝে, দশ টা রোগী পাঠালে দেখে যে আট টাই ভাল হয়েছে এক জনের কাছে, আবার আরেক জনের কাছে দশ টা পাঠাইলে পাঁচ টা ভাল হয়েছে, তাহলে মনে করে যে ওই ডাক্তারই ভাল। যার কাছে আট টা ভাল হইল। তাহলে তারা এই ভাবে বুঝে যে এই ডাক্তারই ভাল এই ডাক্তার ই ভাল চিকিৎসা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি যে আপনার কাছের এই ফার্মাসিতে যাবেন এই সিধান্তটা কেন নেন? তার কাছেই যে যেতে হবে এই সিধান্ড় কেন নেন?

উত্তরদাতাঃ নেই, কারণ ওষুধ তো তার কাছ থেকেই খায়, মানে সে একটু ডাক্তারি লাইনে আছে, ওষুধ মশুধ বেছে, বিক্রি করে তারপর প্রেসক্রিপশনের ওষুধ বিক্রি করতে করতে তার ও কিছু টা ধারনা হয়েছে, বা অভিজ্ঞতা হয় যে এই রোগের এই রকম চিকিৎসা, মানে পাশ না থাকলে ও যোগ্যতা না থাকলে ও তাদের প্রাক্টিকেল একটা অভিজ্ঞতা আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা,

উত্তরদাতাঃ সে অভিজ্ঞতা থেকে একটু পরামর্শ নিলে আমাদের ও ভাল হয়, এখন সিধান্ত খারাপ হউক আর ভাল হউক আমরা মনে করি সঠিক সিধান্ত এইটা দিল, সেই হিসেবে আমরা তার কাছে যায়। সে ভাবে দিকনির্দেশনা দেয় আমরা সেই ভাবে কাজ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা আইচ্ছা, তারমানে প্রথম যেহেতু এদেরকে পান গ্রামের কাছকাছি, এরা কি আপনার পরিচিত?

উত্তরদাতাঃ পরিচিত, এলাকার।

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম পরিচিত?

উত্তরদাতাঃ পাশে বাজার, বাজারে সব সময় আমরা থাকি। সব সময় দেখা হয়, আমরা ওখানে বসি, ওষুধ বেচা কেনা করে এই রকম,

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কেন সিধান্ত নেন যে আপনি তার কাছেই যাবেন অন্য কারো কাছে নয় কেন?

উত্তরদাতাঃ আছে আমাদের এই এলাকার মধ্যে, এখানেতো বড় কোন হসপিটাল নাই, হসপিটাল থাকলে মনে করেন আমরা যাইতাম হসপিটালে সরাসরি, এদের কাছে যাইতাম না, প্রথমে যদি আমারদের যেতে হয় এখানে সতের কিমি দূরে পাশের এক শহর, সতের কিমি রাস্তা যেতে যানজট থাকে, যেতে সমস্যা হয়, এই এলাকায় তো ভাল একটা কোন ক্লিনিক নাই, ভাল একটা হসপিটাল নাই, পরে আমরা প্রাথমিক ভাবে আমরা তার কাছে যায়, তার কাছে একটা সিধান্তের জন্যে যায় যে কোথায় গেলে ভাল চিকিৎসা পাব। তার পরামর্শ নিলে যাতে আমরা অল্প খরচে ভাল চিকিৎসাটা পায়, ভাল উপকারে আসে। আমরা মনে করি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে আপনি এদের কাছে যান সিধান্ত নেন, কাছে বলতে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ গ্রামের কাছে, আমার এখান থেকে বাজার আর কত এই দুইশ গজ ফাঁকে, দুশ গজ আর কত দূরে, সব সময় আমরা ওখানে যায়, বাজারে গেলে ওখানে বসি, আপাল তালাপ করি, এই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তারমানে আপনি বাজারে গেলে বেশি ডাক্তারের দোকানে বসেন নাকি?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের দোকানেও বসি আবার আমাদের দোকানও আছে ওখানেও বসি। চাচাত ভাই এক দোকান আছে টিউবওয়েলের ওখানে ও বসি। পাশাপাশি ডাক্তারের দোকান, এক জায়গায় বসি গল্প গুজব করি।

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ আপনার পরিবারের কাউকে নিয়ে আপনি কবে ওখানে গিয়েছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ওই সর্বশেষ আমি এক মাস আগে আমি নিজেই গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই দোকান গুলোতে কি কি ধরণের ওষুধ আছে?

উত্তরদাতাঃ আমরা তো ওষুধের এত .....

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধের নাম দরকার নাই, কোন কোন রোগের ওষুধ পাওয়া যায়।

উত্তরদাতাঃ ওই তো জ্বরের, ঠান্ডা, মাথা ব্যাথা, এই ধরণের আরও মনে করেন ডাইরিয়া ইত্যাদির জন্যে ওষুধ পাওয়া যায়, পেটে ব্যাথা, গ্যাস্টিকের, মানে নানান কিছু ওষুধ পাওয়া যায়, কিন্তু নাম তো আর গুরুপ এর নাম জানি না। তো আমরা দেখি যে ওইখানে ছোট একটা ক্লিনিক হয়েছে ওখান থেকে প্রেসক্রিপশন দেয়, তারা সব ওষুধই দিতে পারে, যেটা না থাকে বলে যে নাই, বলে যে পাশের এক ইউনিয়নে যান বা পাশের এক শহরে যান, ওইখানে গেলে পাবেন।

.....৩০.০২ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ প্রেসক্রিপশন কে দিতে পারে?

উত্তরদাতাঃ ওই ক্লিনিকে এক জন ডাক্তার এসেছে কিছু দিন আগে উনি দিতে পারেন।

প্রশ্নকর্তাঃ ওখানে যান আপনারা?

উত্তরদাতাঃ আমি আজ পর্যন্ত যায় নাই, যায় যাদের জটিল কিছু হলে ওখানে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি?

উত্তরদাতাঃ আমার ক্ষেত্রে আমি এখনও যায় নি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কোথায় যেতে পছন্দ করেন?

উত্তরদাতাঃ আমার.....। আল্লাহ জানি আমার অসুখ বিসুখ না দেয়। এটাই কামনা করি। তারপরে ও যদি যাওয়া লাগে তাহলে আমি পাশের এক শহরে যাব। কমুদিনি সরকারি হসপিটালে।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনে যদি কোন ওষুধের দরকার হয় তখন?

উত্তরদাতাঃ এই এখানেই যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে কেন যাবেন? এদের কাছে কেন যাবেন?

উত্তরদাতাঃ এখানে যাই, কারণ পাশের এক শহরে যাইতে খরচ অনেক, এখানে কাছে পায়, জঠিল হইলে তো বলেই অমুক জায়গায় যাইতে, তখন তো নিরুপায় যাইতেই হইবে। না হলে যদি আমাদের এখানে কাজ সাড়ে, তাহলে তো আর যাওয়া লাগবে না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধের নাম কি জানেন কিছু ওই যে বলতে ছিলেন কোন কোন গ্রুরুপের নাম ?

উত্তরদাতাঃ নাম ওই গুলো আমি তিন টা ওষুধের নাম জানি। ওই গুলোই খাই, নাপা, ট্যাপা ওইগুলো তো প্রায় খাই,

প্রশ্নকর্তাঃ এই ওষুধ গুলোর কথা কি আপনি নিজে নিজে গিয়ে বলেন যে আমাকে এই ওষুধ গুলো দাও?

উত্তরদাতাঃ যেমন আমার একটু মাথা ব্যাথা হলে বলি একটা কট্রিম দেন, নাপা এক্সট্রা দেন, মাথা ব্যাথা ধরছে এই গুলো দেয়, আর একটা ছোট ট্যাবলেট কি জানি নাম সেটা দেয়, মাথা ব্যাথার ট্যাবলেট বললে ওই দুইটায় দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আমরা এখন জানব, ওষুধের কথা যেহেতু এসেছে, কিছু ওষুধ জ্বরের জন্যে দেয়, পেট ব্যাথার জন্যে দেয়, ঠান্ডা-কাশি, বিভিন্ন ধরণের ওষুধ দেয়, আপনি বলেছেন যে আপনি দুই তিন টার নাম জানেন, যেগুলো আপনি সব সময় নিয়ে আসেন, এটা কি আপনি গিয়ে ডাক্তার কে বলেন না আপনি আগে রোগের নাম বলেন?

উত্তরদাতাঃ আমি নিজে গিয়ে বলি না। ডাক্তার আমার শরীরের ধরণ বুঝে ওষুধ দেয়, যদি পেটে ব্যাথা হয় বলি যে পেটে ব্যাথা, তখন জেই রকম লাগে ওই সমস্যার কথা বললে উনারা ওষুধ দেয়। বলে এটা এটা খাও, দেখ কমে কিনা, যদি না কমে তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি হসপিটাল যাবা।

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ আপনি কোন ওষুধ খেয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ ওই সর্বশেষ আমি সিপ্রসিন, আর ম্যাক্সপ্র খেয়েছি, আর মটিগাট আর সিপ্রসিন

প্রশ্নকর্তাঃ সিপ্রসিন কি ওষুধ জানেন?

উত্তরদাতাঃ সিপ্রসিন মনে হয় এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক না? এটা কয়টা দিয়েছিল আপনাকে?

উত্তরদাতাঃ হুম, এটা আমাকে দশ টা দিয়েছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিন খাইতে বলেছিল?

উত্তরদাতাঃ এক দিন এক একটা করে খাইতে বলেছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন যেহেতু সিপ্রসিন বা এন্টিবায়োটিকের কথা এসেছে, আমাকে কি একটু বলবেন এন্টিবায়োটিক কি? এন্টিবায়োটিক বলতে আমরা কি বুঝি?

উত্তরদাতাঃ আমি এন্টিবায়োটিক বুঝি না এত। আমি ওই ধরনের এত শিক্ষিতও না তেমন। ওই সবাই বলে এন্টিবায়োটিক খাইলে ভাল হয় ভাল হয় ওই টুকুই জানি। তবে এন্টিবায়োটিক কি আমি বুঝি না এত।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, এন্টিবায়োটিক খাইলে রোগ ভাল হয়ে যায় এইটা জানেন?

উত্তরদাতাঃ হুম। কিন্তু এন্টিবায়োটিক কি এইটা জানি না। ডাক্তার ও না আমি লেখা পড়া ও ওই লাইনে করি নাই আর লেখা পড়া তো করিও নাই। সামান্য কিছু লেখা পড়া করেছি টা ওইগুলো এত বুঝি না যে গ্রুরুপ। কোন ধরণের কি? ওই গ্যাস্টিকের বড়ি ম্যাক্সপ্র খাইলে ভাল হয়, ওইটাই চেক দেয়, এর আগে খাইছি অমিলক, অমিলকে আমার চেক দেয় নাই, এখন ম্যাক্সপ্র খাইলে গ্যাস্টিক টা চেক দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এন্টিবায়োটিক কেন দেয়? আপনাকে কেন দেওয়া হয়েছে? আপনার কাছে কি মনে হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ আমার পেটে একটু সমস্যা ছিল হজম কম হয়েছে তাই দিয়েছিল। এই গুলো খাইলে বলে হজম হবে, পায়খানাটাও ক্লিয়ার হবে, এর জন্যে এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা বলেছে পেট ব্যাথা ভাল হয় বলেছে আর একটা বলেছে কি?

উত্তরদাতাঃ পেট ব্যাথা ভাল হয় আর হজমের সমস্যা দূর হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে এন্টিবায়োটিক আপনার শরীরের কিভাবে কাজ করে সেটা কি আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ এই গুলো তো আমরা এত বুঝি না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এন্টিবায়োটিক টা দেওয়া হয় কেন? এটা কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ এটা তো আমি বলতে পারলাম না। কেন দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে আপনি একটু আগে বললেন যে ম্যাক্সপ্র খেলে আপনার গ্যাস্টিকের টা ভাল হয়, তো এন্টিবায়োটিক খাইলে আপনার কি হয়? আপনি তো নাম ও বলেছেন যে সিপ্রসিন। তো এন্টিবায়োটিক টা কেন দেয়? কি জন্যে দেয়?

উত্তরদাতাঃ দেয়, আমার মনে হয় এন্টিবায়োটিক খাইলে হজম টা ভাল হয়। পেটের কোন সমস্যা হইলে এন্টিবায়োটিক কাজ দেয়। পেটের ভিতরে কোন ধরণের সমস্যা হলে মনে এন্টিবায়োটিক কাজ করে।

.....৩৫.০০ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে এন্টিবায়োটিক খাইলে রোগ ভাল হয়? তাহলে আমি যদি বুঝি আমার অসুখ হয়েছে অসুখ ভাল করার জন্যে আমি এন্টিবায়োটিক খাবো। আপনি কি মনে করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি তাই মনে করি।

প্রশ্নকর্তাঃ অনেক ধরণের তো ওষুধ আছে তাই না?

উত্তরদাতাঃ আছে আছে। অনেক কোম্পানির অনেক ধরনের ওষুধ আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ তো এটা কে কেন এন্টিবায়োটিক বলতেছে?

উত্তরদাতাঃ এটা তো আমরা কইতে পারি না, সবাই কয় আমরাও কই। ডাক্তাররা ও কয় এন্টিবায়োটিক। তো কখনও তো মনের ভিতর আসে নাই যে কাকে এন্টিবায়োটিক বলে? যে এটার ইয়ে টা কি। এটা কি কাজ করেএইগুলো তো এত গুরুত্ব দিয়ে জিজ্ঞাসা করিও নাই তারা বলেও নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি মনে হয় এটা কি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা উচিত, জানা উচিত কিনা?

উত্তরদাতাঃ জানা উচিত, কিন্তু আসলে আমরা তো এতটা গুরুত্ব দেয় না,গ্রামের মানুষ তো টাকা পয়সাও কম, গুরুত্ব দিবার গেলে অনেক টাকা লাগে,

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম?

উত্তরদাতাঃ যে আমরা যারা আছে কিছু টাউনে, পেটে কোন সমস্যা দেখা দিলে ভাল জায়গায় ট্রিটমেন্ট নেয়, ভাল চিকিৎসা নেওয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তারা তো টাকা ব্যায় করতে পারে অনেক আমরা তো তাই পারি না। আমাদের ছোট খাট ডাক্তারের কাছে গিয়ে অল্প খরচে চিকিৎসা নিতে হয়। তারপর একটু কমে, সাড়ে। আল্লাহই সারাই। খরচা টা কমের কারণে আমরা তার কাছে যায়। বড় ডাক্তার বা হসপিটালে গেলে অনেক টাকা আমাদের ব্যায় হয়। এখান থেকে পাশের এক শহরে যাওয়া বা রাজধানী যাওয়া, যাওয়া টা বড় কথা না সময় ও পাওয়া যায় না, বড় কথা সময়ে অভাব। একটা রোগী নিয়ে ঢাকা গেলে অনেক টাইম লাগে, সারা দিনের মত যাওয়া লাগে, যানজট, গাড়ি ভাড়া লাগে, অনেক খরচ ভাই, এত খরচ আমরা কোথায় থেকে পাব?গ্রামের মানুষ, আমাদের তো টাকা পয়সা এত না, মোটামুটি আর্থিকভাবে আমরা চলি, এক বেলা ডাল ভাত খাইয়া, এই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আমার প্রশ্নটা আপনি বুঝেছেন কিনা, অনেক গুলো ওষুধ আছে তাকে আমরা কেন এন্টিবায়োটিক বলেছি, এটা কি তাকে জিজ্ঞাসা করেন?

উত্তরদাতাঃ না আমরা জিজ্ঞাসা করি না।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন জিজ্ঞাসা করেন না?

উত্তরদাতাঃ করি না মানে এতটা তো ডাক্তারই আমরা না, জিজ্ঞাসা করলেও ওরা বললে আমরা কি বুঝব? বুঝার মত ক্ষমতা তো আমাদের নাই। আমরা যদি ডাক্তারি লাইনে পড়তাম তাইলে না, ডাক্তাররা ডাক্তাররা বলতে পারবে যে এইটা এইটার জন্যে কাজ করে, একটা চিকিৎসা ভুল দিলে ও তারা জানতে পারবে যে ভুল চিকিৎসা দিয়েছে, এক ডাক্তার আরেক ডাক্তার কে বলতে পারবে। কিন্তু আমাদের মত লোকেরা তো এন্টিবায়োটিক কাকে বলে এইগুলো তো বলতে পারবে না। আমাদের যা দেয় সেটাই আমরা বুঝি, সেটাই আমরা খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কি মনে হয় আপনার বুঝার দরকার বা উচিত?

উত্তরদাতাঃ বুঝার দরকার, বুঝার দরকার হলেও আমরা কিভাবে বুঝব। বুঝার মত তো আমাদের সামর্থ্য নেই। যে গিয়ে বললে তারা বুজাবে এক দুইবার বললে ও বুঝাবে, কিন্তু লিখা পড়া তো নাই কিভাবে বুঝব। তাই আমরা বুঝার দরকার প্রয়োজন মনে করি না তাই বুঝবার চাই ও না।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা হয়েছে যে আমার শরীর, আমাকে কি কি ওষুধ দেওয়া হয়েছে, আমার জ্বর হয়েছে আমি জানি আমাকে এইএই ওষুধ দিয়েছে, এখন এইটা নাপা, নাপা খাইলে কি হয়?

উত্তরদাতাঃ নাপা খাইলে জানি যে, জ্বর কমে, জ্বর যায়গা,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এন্টিবায়োটিকের দরকার কি?

উত্তরদাতাঃ আরও ওইটার সাথে এন্টিবায়োটিকও খেতে হয় দুইটায় কাজ করে এক সাথে,

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর হইছে তো নাপা খাইলে চলে যাবে তাহলে এন্টিবায়োটিকের দরকার কি?

উত্তরদাতাঃ খালি নাপা খাইলে নাকি কাজ হয় না সাথে এন্টিবায়োটিকও খেতে হয়। আগে তো আমরা এন্টিবায়োটিক বুঝিও নাই এখন তো এন্টিবায়োটিক বুঝি কিছু কিছু,

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে বুঝচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ এই যে আগে নাপা দিছে, কট্রিম দিছে এখন বলে যে সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক ও খেতে হবে। তাহলে দুইটায় কাজ করব। তাড়াতাড়ি অসুখ ভাল হয়ে যাবে, এই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কি কখন ও কি মনে আসে নাই এন্টিবায়োটিক কি কাজ করে শরীরের জন্যে? এটা কি কখন ও মনে আসছে?

উত্তরদাতাঃ মনে আসলেও জিজ্ঞাসা করি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ জিজ্ঞাসা করেন নাই, কেন জিজ্ঞাসা করেন নাই?

উত্তরদাতাঃ জিজ্ঞাসা করে বুঝাইলে আমাকে বুঝাইলে কি বুঝব? কি দরকার আমার। আমরাও ডাক্তারও না। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সাধারণ ভাবে যা ওষুধ দেয় তা খায়,

.....৪০.১২ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্যে কার কাছে গেলে ভাল পরামর্শ পাবে। কার কাছে গেলে জানতে পারবেন বা ভাল পরামর্শ পাবেন?

উত্তরদাতাঃ বড় বড় ডাক্তারের সাথে তো আমরা আর এত আলাপ আলোচনা করতে পারব না, তাদের ট্রিটমেন্ট করতে সময় যায় সব সময়। এই রকম আলোচনা কার সাথে করব এই ধরণের লোকই তো নাই। যা আলাপ করি ওই ফার্মাসিতে বসে যারা ওষুধ বিক্রি করে তাদের সাথেই করি। তাও আমরা মনে করি না যে এইটা আলাপ করার দরকার আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ কেন? মানে সে যা দেয় তাতেই আপনারা?

উত্তরদাতাঃ যা দেয় তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি তো বলেছেন এই গুলো ফার্মাসি থেকে পান, এই গুলো কিনতে গেলে কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ না। এমনিতে আমরা তো গেইয়ে বলি যে জ্বর আইছে, ঠান্ডা লাগছে একটু মাথা ব্যাথা আছে ওষুধ দেন, তখন দিয়া দেয় একটা একটা বলে এই দুইটা খান, দুই তিন টা ট্যাবলেট দিয়া দেয়। তাতেই সাড়ে আর সারলে বলে যাও পরীক্ষা করে খাও।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রথম যে ওষুধ টা দেয় তার সাথে কি এন্টিবায়োটিক টাও দিয়া দেয়?

উত্তরদাতাঃ প্রথম যে ওই এন্টিবায়োটিকের সমস্যা থাকলে এন্টিবায়োটিকও দেয়, এন্টিবায়োটিক তো এত আমরা বুঝি না, মাথা ব্যাথা থাকলে তার জন্যে নাপা এক্সট্রা দেয় তার সাথে ছোট একটা দেয় ইস্টিমেট না কি জানি নাম। এই দুইটা দেয় আর খায় আমার মাথা ব্যাথা ভাল হয়ে যায়। কমে আর কি। এখন এখানে এন্টিবায়োটিক কোনটা ছোট টা কি এন্টিবায়োটিক না নাপা এক্সট্রা এন্টিবায়োটিক এইটা তো আমরা বুঝি না। দেয় আমরা খাইলে দেখি মাথা ব্যাথা কমে, ব্যাস ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি তো বলেছিলেন ওই যে ফাইমক্সিলিন বা সিপ্রসিন এই গুলো এন্টিবায়োটিক এইটা কিভাবে বুঝেছেন?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চা পোলাপাইনেরে ফাইমক্সিলিন দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই গুলো যে এন্টিবায়োটিক এইটা কিভাবে বুঝেছেন?

উত্তরদাতাঃ ওই বলে যে এটা এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ কে বলে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারে বলে, দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছি বলেছি যে এইটা কি বলেছে এইটা এন্টিবায়োটিক। এই গুলো খান।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি কখন ও সরাসরি গিয়ে বলেছেন যে আমাকে সিপ্রসিন দাও দুইটা। বা আমাকে এন্টিবায়োটিক দাও।

উত্তরদাতাঃ না না তা বলি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি গিয়ে তাহলে কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ আমি গিয়ে বলি আমার এই সমস্যা

প্রশ্নকর্তাঃ সমস্যার কথা আগে বলেন?

উত্তরদাতাঃ সমস্যার কথা আগে বলি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে পরিবারের সর্বশেষ এন্টিবায়োটিক কে খেয়েছে?

উত্তরদাতাঃ আমিই খেয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বাচ্চা মরিয়ম বা আপনার আম্মা কারো এন্টিবায়োটিক লাগে নাই?

উত্তরদাতাঃ লাগছে মনে হয় আগে, বাচ্চার ঠান্ডা লাগলে এন্টিবায়োটিক দিছে নাকি কি একটা

প্রশ্নকর্তাঃ কবে সেইটা?

উত্তরদাতাঃ দিছে তা মেলা দিন হইছে তাও ছয় মাসে মত।

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ কে খাইছে?

উত্তরদাতাঃ সর্বশেষ আমিই খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ সেগুলো কি ছিল?

উত্তরদাতাঃ সিপ্রোসিন, ম্যাক্সপ্রো, মটিগাট

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলো কিনতে কত টাকা লাগছে?

উত্তরদাতাঃ তা আমি সঠিক বলতে পারলাম না, খেয়াল নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার পেট ব্যাথার সময় কত টাকা লেগেছে যদি একটু মনে করে বলার চেষ্টা করেন?

উত্তরদাতাঃ তো আমি তো নগদে টাকা দেয় না, কত যে তারা নিল, এইটা আমার এত খেয়ালও নাই, টাকা এখনও পাবে আমার কাছে। দুইশ আড়াইশ টাকা এখনও পাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই পেট ব্যাথার সময় এত টাকার ওষুধ এনেছেন? মত কত টাকা হবে?

উত্তরদাতাঃ হবে তিন চারশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধের দাম কেমন আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ দাম তো আমার কাছে.....। সব কিছুইর দাম আর ওষুধের দাম

প্রশ্নকর্তাঃ (হেসে) কি একটু খুলে বলেন তো

উত্তরদাতাঃ বাংলাদেশে সব কিছুরই দাম, সস্তা আবার কোন জিনিস, তার মধ্যে ওষুধ যা খেলে আমাদের ভাল হয় নিজের দেহ ভাল না থাকলে তো, দুনিয়ার কোন কিছুই ভাল লাগে না, তারপরেও ওইটা খেলে যদি আমাদের ভাল লাগে আর তার দাম যদি বিশ টাকা ও নেয় আর খাইলে যদি আমি ভাল হয়, তাহলে দাম তো আর গায়ে লাগে না যে আমি ভাল হয়ে গেলাম।

.....৪৫.১৪মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক যে খাইছেন ওই গুলোর দাম কত?

উত্তরদাতাঃ এই গুলো এত জানি না ওরা সব কিছু মিলিয়ে দাম ধরেছে, খেয়াল নাই আমার মনে নাই যে কত টাকার ওষুধ কিনেছি। টাকা তো এক সাথে দেয় না, কোন সময় টাকা থাকলেও আনি না থাকলেও আনি, পরে দিলেও চলে, মানে আজ পর্যন্তওই টাকা পাবে। ওষুধের টাকা এখনও পাইবে। আবার আমার ছেলেটারে বানরে কামড় দিছিল,

প্রশ্নকর্তাঃ কবে এইটা?

উত্তরদাতাঃ কামড়ায়ছে তিন চার মাস হয়, ওইটার ইঞ্জেকশন ওই ডাক্তার দিছিল, সেটার সাথে এট্যাচ করে টাকা দেওয়া হয়েছে, যা ধরছে আমি খালি দিছি, আর কিছু টাকা রয়েছে এখনও।

প্রশ্নকর্তাঃ বানর কোথায় থেকে আসল?

উত্তরদাতাঃ আমার বাচ্চা পিকনিকে গেছিল, ওখানে অনেক বানর তো রাবার বাগান, আমার বাচ্ছারে কামড় দিছে,

প্রশ্নকর্তাঃ তখন তারে কি কি ইনঞ্জেকশন দিইয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ ওইটার নাম তো জানি না, কুকুরে কামড় দিলে যেমন বানর তানর তো পশু ওই গুলো কামড়ায়লে যে একটা ইঞ্জেকশন দেয় ওইগুলো দিছি পাঁচ টা ইঞ্জেকশন করা লাগছে,

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলোর দাম কেমন ছিল?

উত্তরদাতাঃ আমার কাছ থেকে নিছে তেইশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনার ওষুধের জন্যে কত টাকা নিছে?

উত্তরদাতাঃ আমার ওষুধের জন্যে মনে হয় তিন থেকে চারশ টাকা নিয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাকে যে এন্টিবায়োটিক দিছে ওই গুলোর দাম কত জানেন? এক একেকটার দাম কত হবে বলতে পারেন?

উত্তরদাতাঃ সব কিছু মিলিয়ে ধরে তো আমি আর অত হিসেব করি না এটা কত এটা কত? বন্ধু লোকের মত তো যা ধরে সীমিতই ধরে, বলে যে যে ধরে কিনা আনি তার থেকে সামান্য লাভ করি। এক বারে লাভ না করলে চলে না, সামান্য কিছু লাভ করে তোমার কাছে বেচি। তারপরে ও কত টাকা আমি বলতে পারলাম না।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এই যে ওষুধগুলো আপনি গিয়ে আনলেন, সব গুলো কি আপনি খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ খাইছি সব।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি ওষুধগুলো খেয়ে খুশি কিনা হাপ্যি কিনা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাপি, মানে খুশি। ওই যে বললাম পেট ব্যাথা যদি থাকে দুনিয়ার ধর সম্পদ সব দিয়া দিলে ও তো ভাল লাগে না, আমার যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে তাহলে আমার কোন কিছুই ভাল না। আর যেটা খেয়ে আমার ভাল হয়েছে আমি মনে করি ওইটায় আমার ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে ওষুধ গুলো খেয়ে আপনার ভাল হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ভাল হয়েছে, উপকারে এসেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ সব ওষুধ কি খেয়েছেন না কিছু রেখে দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ না না সব খেয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে এন্টিবায়োটিকগুলো?

উত্তরদাতাঃ না সব গুলো খেয়েছি। যেটি দিয়েছে,

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা দিয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ আমার মনে হয় দশটা দিয়েছিল। না সাত দিনের দিয়েছিল তো একটা করে সাতটা দিয়েছিল। আর ম্যাক্সপ্র দিয়েছিল ওইটা বেশি করে আনছিলাম। ওইটা চৌদ্দটা আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক দিয়েছিল সাত?

উত্তরদাতাঃ হুম সাত টা।

প্রশ্নকর্তাঃ সাতটাই খেয়েছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ হুম।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কোর্স শেষ করেছেন?

উত্তরদাতাঃ কোর্স শেষ করেছি। খাওয়ার পরে ভাল হয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন আমি একটা জিনিস জানব যে, ধরেন অনেক সময় সাত দিনের এন্টিবায়োটিক দিয়েছে কিন্তু দেখা গেল আপনি তিনটা খেয়ে ভাল হয়ে গেছেন আর চারটা খান নাই, এই রকম কি কখনও হয়েছে? ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে রেখে দিয়েছেন আবার যদি অসুস্থ্য হন তাহলে খাবেন এই রকম কি কখনও হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ না না এই রকম এই রকম না। যার বেলায় যা ওষুধ আনি সেটা তার জন্যে খাওয়াই। না খাইলে ফালাইয়া দি। বা ফেরত দিলেও নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম ফেরত?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন ঘরে ওষুধ রইয়া গেল, অর্ধেক খেলাম, কারণ অর্ধেক খেয়ে ভাল হয়ে গেলাম, তারপর যদি না খায় তাহলে ওইটা দোকানে নিয়া গেলে দাম দিয়া দেয়।

.....৫০.০৯মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম একটু বলেন তো? কখন অর্ধেক রাখেন আর কখন অর্ধেক ফেরত দেন?

উত্তরদাতাঃ ওই যেমন একটু জ্বর আইল, জ্বর এইলে ট্যাবলেট দিল মনে করেন দশ টা দিল, পাঁচ টা খাইলাম ভাল হয়ে গেলাম, পরে আর খাই নাই, না খাওয়ার পরিবর্তে ওই গুলো যদি আবার ঘরে রাখি তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে, দোকানে নিয়া দিলে তারা আবার বিক্রি করে ফেলে।

প্রশ্নকর্তাঃ এক্ষেত্রে কি এন্টিবায়োটিকও আপনি ফেরত দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ তখন তো এন্টিবায়োটিক বুঝি না এখন তো তাও বুঝি, এখন যা দেয় কোর্স খেয়ে ফেলি।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কেন খান?

উত্তরদাতাঃ মনে করি যে ওইটা খেলে মনে হয় আমার আরও ভাল হবে

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম?

উত্তরদাতাঃ ভিতর থেকে মনে করেন একটু ঘা হলে ও তো শুকাতে সময় লাগে, যদি ও উপরে সাড়ে ভিতরে রোগ কাঁচা থাকে, ব্যাথা থাকে, আমার মনে হয় এন্টিবায়োটিক খাইয়া গেলে ওই ব্যথা টা আস্তে আস্তে সাইরা যায়। যে কোর্সটা দেয় কোর্সটা পুরা খাইলে মনে হয় রোগটা সাড়ে।

প্রশ্নকর্তাঃ তারমানে এন্টিবায়োটিকের পুরা কোর্সটা শেষ করতে হবে আপনি এইটা জানেন?

উত্তরদাতাঃ হুম, শেষ করতে হবে। শেষ করলে আমাদের ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আর ফেরত দেন না?

উত্তরদাতাঃ ফেরত দেই না, অর্ধেক খাইলেও ওইটা খাওয়া ঠিক না, ডাক্তাররা যা কোর্স দেয় পুরা তা খাইলে মনে হয় ভাল হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি আপনার ঘরে কোন ওষুধ আছে যা ভবিষ্যতে কেউ অসুস্থ্য হলে খাওয়াবেন?

উত্তরদাতাঃ না না এই ধরণের কোন ওষুধ আমাদের নেই, অগ্রিম ওষুধ রাখি না, রাখলেও ওই মাথা ব্যাথার টা রাখি, মাথা ব্যথা আমার ও হয় আমার ওয়াইফের ও হয়। তাই নাপা এক্সটা আর ছোট একটা ট্যাবলেট ইস্টিমেটেট রাখি। মাঝে মাঝে বেশি করে এনে রাখি আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি এই গুলো ঘরে আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে কিনা বলতে পারলাম না।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আমি আপনার সাথে আপনার ঘরে ঢুকে একটু ওই ওষুধগুলোর একটা ছবি নিব। দেখব যে কোন ওষুধগুলো আপনার ঘর রাখা আছে কেমন? কোন অসুবিধা হবে নাকি আপনার?

উত্তরদাতাঃ না কিসের অসুবিধা হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঠিক আছে। এন্টিবায়োটিকের মেয়াদ উত্তীর্নতার তারিখ কি আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ থাকে এইটা জানি, আমরা ওইগুলো বুঝি না মানে বুঝা যায় না লিখা টা, ওষুধের পাতায় তো ডেট লিখা থাকে না থাকে তো বক্সের গায়ে, প্রতিটা ফাইলের মধ্যে যদি থাকে তাহলে কিন্তু বুঝা যায় ডেট আছে, কত কত ফাইলের মধ্যে তো ডেট থাকে না মনে হয়,

প্রশ্নকর্তাঃ কিসের মধ্যে ডেট টা লিখা থাকে বললেন?

উত্তরদাতাঃ বক্সের গায়ে ডেট লিখা থাকে, এক বক্সে ওষুধ থাকে মনে দশ পাতা বা বিশ পাতা, আমার মনে হয় বক্সের গায়ে ডেটটা লিখা থাকে, ফাইলের মধ্যে থাকে না। আমার মনে হয় পাতার মধ্যে থাকে না, প্রত্যেকটা পাতার মধ্যে থাকে না। ওইটা আমরা বুঝব কিভাবে, ওইটার মধ্যে লিখাই নাই তাহলে বুঝব কিভাবে? ওরা তো বক্সের ভিতর থেকে বের করে দেয় আমরা কিভাবে বুঝব, ডাক্তারই বলতে পারবে, বা যে বেচে বা ফার্মাসির দোকানদার বলতে পারবে। তারা বলতে পারবে ডেট আছে না নাই। প্রতিটার গায়ের মধ্যে যদি ডেট লিখা থাকে তাহলে না বুঝব ডেট ফেল না আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কারণ আপনি তো আর পুরা বক্সটা কিনতেছেন না?

উত্তরদাতাঃ হুম, আমি তো আর পুরা বক্স কিনতে ছিনা কিনতেছি দশটা বা বিশটাবা পনেরটা বা পাঁচ টা। বা একটা তো এটার মধ্যে তো লিখা থাকে না তাহলে কিভাবে বুঝব।

প্রশ্নকর্তাঃডাক্তারকে কি কখনও জিজ্ঞাসা করেন যে ডেট আছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ জী, জিজ্ঞাসা করি।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু আপনার কাছে খটকা টা কোন জায়গায় লাগতেছে?

উত্তরদাতাঃ আমার কাছে খটকা লাগতেছে যে ওইটার মধ্যে যদি ডেট থাকত তাহলে আমরা দেইখা নিতে পারমু, ডেট টা আছে বা নাই, আর এখন বাংলাদেশের মানুষ তো প্রায় একটু একটু বাংলা লিখা পড়া বুঝতাছে, এখন আর অশিক্ষিত মানুষ আমার মনে হয় কেউ নাই, শতকরা দুই একজন আছে, একটু একটু করে সবাই পারে তারপরে যদি ওষুধের গায়ে যদি লিখা থাকে তাহলে আমরা দেইখা নিতে পারমু। বক্সটা তো রাখে র‍্যাকের মধ্যে আমরা ওষুধ চাইলে ওখান থেকে বের করে দেয়, আমরা জিজ্ঞাসা করলে বলে

ডেট আছে, র‍্যাক থেকে বের করে যে কয়টা লাগে টা কাঁচি দিয়া কেটে দিয়া দেয়, পাঁচটা লাগলে পাঁচটা দিয়া দিল, এখন ওই বক্সের মধ্যে ডেট আছে কিনা তা তো আমরা জানি না। প্রতিটা ফাইলের মধ্যে যদি লিখা থাকত তাহলে না আমরা দেখে কিনতে পারতাম। লেখা থাকে না তাহলে ওইটা আমরা কিভাবে বুঝব।

.....৫৫.২৭ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে এন্টিবায়োটিকের ও ডেট আছে কিনা আপনারা জানেন?

উত্তরদাতাঃ না জানি না। ওরা যাই দিচ্ছে তাই আমরা মনে করে খাচ্ছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন এই রকম কি কোথাও হয়েছে যে ডেট নাই কিন্তু ওষুধ দিয়া দিছে না বিক্রি করেছে?

উত্তরদাতাঃ না, এইটা আমার জানা নাই, ডেট ছাড়া ওষুধ খাইলে তো অসুবিধা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি মনেহয়?

উত্তরদাতাঃ আসলে কি ওই ডাক্তারের কাছ থেকে যা আনি খাই আল্লাহ টা কবুল করে আমরা ভাল হয়ে যায়। আমি যে কয়টা ওষুধ খেয়েছি আল্লাহর রহমতে ভাল হয়ে গেছি। আমার বাচ্চা কাচ্ছা আমরা ছয় জন আমার আব্বাও ওর কাছ থেকে ওষুধ এনে খাইছি। আমার জ্বর আসুক বা যে কোন সমস্যা হইলে তার পরামর্শ মেনে ওষুধ খাইলে ও যদি কিছু নাও বুঝে তার পরেও আমি যদি ওষুধ খাই তাহলে ভাল হয়ে যায়। আল্লাহ ভাল করে হেরা উছিলা।

প্রশ্নকর্তাঃ ..... ভাই, আপনার কাছে কি কখনও মনে হয় যে ওষুধ আপনার দরকার নাই তারপরেও ওষুধ দিয়া দিছে, অতিরিক্ত ওষুধ দেওয়ার কোন প্রবনতা আছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ অতিরিক্ত এখন অতিরিক্ত দিল না কম দিল না বেশি দিল আমরা তো আর ডাক্তার না আমরা কিভাবে বুঝব? দেয় অনেক টি ওষুধ দিয়ে দেয় আমরা খায়, আমাদের যদি একটু অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমরা বুঝতাম। বা আরেক ডাক্তার কে যদি দেখাইতাম, আমরা তো টা ও দেখাই না, যা দেয় আইনা খায়, ভাল হইছি ব্যাস।

প্রশ্নকর্তাঃ কখন এন্টিবায়োটিক লাগবে কি লাগবে না, সেটা বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতাঃ না আমরা সেটা বুঝব কিভাবে? কোন অসুখে এন্টিবায়োটিক লাগবে বা লাগবে না তা আমরা বুঝব কিভাবে? তারা একেক সময় ওষুধ দেওয়ার সময় বলে যে এন্টিবায়োটিক দিয়া দিলাম, ভাল হইব খান, তা আমরা নিয়া আসি, এন্টিবায়োটিক যে কি জিনিস তাও আমরা জানি না। এইটা কি কাজ করে এইটার ভিতরে কি মেডিসিন আছে সেটাও আমরা জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে ডাক্তাররা তারা কি ইচ্ছকৃত ভাবে এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতাঃ ওইটাই তো আমি আপনাকে বললাম, আমি তো বুঝতেছিনা যে এন্টিবায়োটিক দিল নাকি কি দিল কোন গ্রুপের দিল, আমাকে দুইটা দিলে ভাল হইত না কি একটা খাইলেই ভাল হয়ে যেতাম এইটা ত আমরা বুঝব না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কি মনে হয়েছে এই ওষুধ টা দরকার নাই কিন্তু এইটা দিয়া দিছে?

উত্তরদাতাঃ না না এটা না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি কখনও মনে হয়েছে যে এন্টিবায়োটিক মানুষের ক্ষতি করে?

উত্তরদাতাঃ আমার মনে হয় না, ওষুধ তো সবই ক্ষতিক্ষর। ওষুধ খাইলেই ক্ষতি আর না খাইলেও তো চলে না, আরও কোম্পানির মধ্যে কত কত কোম্পানি আছে না তাদের কত ওষুধ। এক কোম্পানির একেকটা, একটা ভাল করে একটা খারাপ করে, একটায় ভাল হয় তাড়াতাড়ি আবার একটায় ভাল হয় না। এক কোম্পানির একেকটা গুরুপেরটা ভাল হয়, একেকটা খারাপ, কাজ করে কম কোনটা বেশি এখন এইগুলো আমরা কিভাবে বুঝব।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি ক্ষতি করতে পারে কখনও মনে হইছে আপনার?

উত্তরদাতাঃ কেমনে বুঝব কন? এইটা বুঝার ক্ষমতা তো নাই আমাদের। এটা আমি বলতে পারমু না।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন আমরা একটু গবাদি পশুর বিষয়ে আলোচনা আপনার সাথে করব যেহেতু আপনার গরু আছে, আপনার যে গবাদি পশু আছে আল্লাহ না করুক এদের যদি কন অসুস্থতা হয় তাহলে তার জন্যে কন ওষুধ লাগবে এই সিদান্তটা কে নেয়?

.....১.০০.১২ মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ ওষুধ লাগলে আমিই নেয়, এইগুলো তো গরু বাছুর এরা তো আর মুখে বলতে পারে না। খাওয়া খাদ্য কম হইলে আমরা বলতে পারি যে এইটার সমস্যা তখন ডাক্তার আনি, আনার পরে যদি বলে যে এইটার এই সমস্যা তাহলে ওষুধ দিয়া দেয় আর যদি না হয় তাহলে লাগে না। পশু ডাক্তার আছে তাকে ফোন করলে চলে আসে,

প্রশ্নকর্তাঃ সিধান্ত টা তাহলে

উত্তরদাতাঃ আমিই নি।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরণের ওষুধ সাধারণত দিয়া থাকেন?

উত্তরদাতাঃ আজ পর্যন্ত জটিল অসুখ আল্লাহর রহমতে হয় নাই, সামান্য জ্বর হইলে তার জন্যে ওষুধ দেয় আবার কীটনাশক যেটা কৃমি হইলে খাওয়ায়, স্যালাইন টেলাইন দেয় আর উপরে কিছুই লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইযে তাকে স্যালাইন বা কৃমির ওষুধ টা খাওয়াইলেন তার সিধান্ত টা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ ওই আমিই। ডাক্তারকে বললে বলে খাওয়াগা।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি তাহলে ডাক্তারের সাথে আলাপ করেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, আলাপ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার গবাদি পশুকে কি কখনও কোন ধরণের এন্টিবায়োটিক দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ একটু মনে করার চেষ্টা করেন, আপনি যত দিন ধরে গরু পালেন, কখনও দিয়েছেন কিনা? বা কোন গরু টা কে দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ এখন গরুর ক্ষেত্রে কোনটা কে এন্টিবায়োটিক বলে সেইটা তো আমি আর বুঝি না, দিয়া দিলে এখন মনে হয় দিয়া দিছে কিনা আমি তাও বলতে পারব না।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয় আপনার গরুর ক্ষেত্রে আপনি কি করেন? একটু প্রেসেস টা বলেন তো।

উত্তরদাতাঃ আমার গরুর এমনি সমস্যা হয় নাই, একটার জ্বর এসেছিল, আর একটার গরুর পায়খানার মধ্যে একটু সমস্যা হয়েছিল, পরে কি কি জানি ট্যাবলেট দিল, বলল যে এইটা এইটা খাইলে চলে যাবে। পরে এইটা খাওয়ানোর পরে ঠিক হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এন্টিবায়োটিক লাগে গরুর ক্ষেত্রেও এন্টিবায়োটিক দিয়েছে মনে হয়। আমি এত বুঝি না কোনটা এন্টিবায়োটিক আর কোনটা এন্টিবায়োটিক না। ট্যাবলেট দুইটা দিয়েছিল একটা একটা করে বলেছে এই দুইটা খাইয়ে দিতে। ছোট বাচ্চা তো, খাওয়ানোর পরে আলণ্ঢাহ রহমতে ভাল হয়েছে। আমার মনে হয় ওইখানেও এন্টিবায়োটিক ছিল, ওইগুলো আমি বুঝি না তো,

প্রশ্নকর্তাঃ এর জন্যে কার কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ পশু ডাক্তার আছে, তাকে ফোন দেয়, সে এসে দেখে যায়। দেখার পরে ইঞ্জেকশন লাগলে ইঞ্জেকশন দেয়, ট্যাবলেট লাগলে ট্যাবলেট দেয়, স্যালাইন লাগলে স্যালাইন দেয়, এইগুলো খাওয়ায়, খাওয়ানোর পরে আলণ্ঢাহ রহমতে ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কি লিখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ না সাথে নিয়ে আসে। ওরাই সাথে নিয়া আসে এনে গর"কে দিয়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলোর জন্যে কেমন খরচ হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ খরচ হয়, আমার ওই বাছুরের জন্যে তাও দুইশ টাকা নিয়েছে,

প্রশ্নকর্তাঃ দুইশ টাকা খরচ হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ হুম, দুইশ টাকা খরচ হয়েছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা ওষুধ দিয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ ছয়টা ছয়টা বারটা ওষুধ দিয়েছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে খাওয়াইছেন একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ খাওয়াইছে গরুর ভুশি আছে ওইটার সাথে ফাঁকি করে খাওয়াছে,

প্রশ্নকর্তাঃ ফাঁকি মানে?

উত্তরদাতাঃ গুরা কইরা গুরা। পানির সাথে গুরা ভুশির সাথে মিক্স করে খাওয়াইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় বেলা খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ দুই বেলা খাওয়াইছি। সকাল বিকাল।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিন খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ তিন দিন। এক বেলা দুইটা করে দিন খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ওষুধগুলো কি আপনার গবাদি পশুকে ভাল করেছে?

উত্তরদাতাঃ ভাল করেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ওষুধ গুলো আপনি খাওয়াইছেন, এই গুলো কি এন্টিবায়োটিক? আপনার কাছে কি মনে হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ মনে হয় এন্টিবায়োটিক, আমি তো আর গরুর এন্টিবায়োটিক কোনটাকে বলে বুঝি না।

প্রশ্নকর্তাঃ কখন মনে হয়েছে যে আপনার গরুটা কিছুটা সুস্থ্যের দিকে?

.....১.০৫.০৮মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ ওই পায়খানা দেখেছি, আগে মল পড়েছে তো এখন আর পড়ে নি। একটু রক্ত টক্ত পড়েছে তো তাই, এইটা খাওয়ানোর পড়ে আর আসে নাই, মনে করেছি ভাল হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিন পরে?

উত্তরদাতাঃ দুই দিনের দিন ভাল হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি গরুর জন্যে কোন ধরণের ওষুধ আপনার এখানে রাখা আছে?

উত্তরদাতাঃ না কোন ওষুধ নাই,

প্রশ্নকর্তাঃ আমরা মানুষের জন্যে যে ওষুধ আনি গরুর জন্যে ও একই ওষুধ।

উত্তরদাতাঃ না তা মনে হয় না। গরুর ওষুধ বড় বড় ট্যাবলেট। এই গুলো গুড়ো গুড়ো করে খাওয়াইতে হয়। মানুষ আর গরুর তো এক না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কি কখনও মনে হয়েছে যে গরুর ওষুধ খাওয়ানোর পরে কোন সমস্যা হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ .....ভাই আপনি কি কখনও এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিস্টেন্ট বা এন্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্ট জাতীয় অসুস্থতা বিষয়টা সম্পর্কে শুনেছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিস্টেন্ট হচ্ছে ধরেন একটা ওষুধ নিয়মিত খাওয়ানোর কথা এইটা গরু বা মানুষের ক্ষেত্রেও হইতে পারে, ঐযে আপনি এন্টিবায়োটিক কোর্সের কথা বলেছেন, নির্দিষ্ট টাইমে খেতে হয়, ওইটা যদি আমরা নিয়মিত না খাই বা গরুকেও না খাওয়ানো হয়, তাহলে কিন্তু ওই ওষুধটা আর কাজ করবে না। রেসিস্ট মানে কার্যকারিতা আর নাই তো এইরকম কোন কথা কি আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ না জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ শুনছেন কখনও এই রকম কথা বার্তা?

উত্তরদাতাঃ এই ওষুধ খাওয়ানোর পরে যখন ঠিক হয় না তখন আরও বাড়াইয়া দিছে, মনে করেন প্রথম দিছে দুইটা করে পরে দিছে চারটা করে, চারটা করেও ঠিক হয় না তখন দিয়েছে আটটা, তারপর পারেই নাই তখন অন্য এক ডাক্তার এসে চিকিৎসা করেছে। এটা আমার না অন্য এক বাড়ির।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে কাজ করে না এইটা কি সমস্যা তৈরি করে?

উত্তরদাতাঃ এইটা তো ওষুধ খাওয়াইলেও চেক দিতেছে না। ভাল হইলে না এইটা কাজ করল, যেহেতু ভাল হইলে না তাহলে ওই ওষুধ খাওয়াইয়া কি কাজ করল। আমরা তো এটাই বুঝি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কি মনে হয়? কেন এইটা হইতেছে?

উত্তরদাতাঃ এইটা কি ওষুধই ভাল দেয় নাই নাকি ডোজই কম হয়েছে, এটাত আমরা বুঝি না, ভাল হয় নাই এইটাই আমরা বুঝি। পরে আরেক ডাক্তার ভাল ট্যাবলেট দিল সেইটা খাওয়ানোর পর ভাল হয়েছে।

.....১.১০.১২ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি ডাক্তার রোগ ধরতে পারে নাই নাকি যে রোগের ওষুধ দিয়েছে সেইটা আর কাজ করছিল না?

উত্তরদাতাঃ আমার মনে ডাক্তার ট্রিটমেন্টই ভাল দেয় নাই। অসুখের যে ডোজ টা লাগবে সেইটা বুঝতে পারে নাই, আর কিছু কিছু অসুখ আছে এইগুলো ভাল ওষুধ ছাড়া কাজ হবে না, অনেক হাই পাওয়ারের ওষুধ খাওয়া লাগে, আমার মনে হয় কম দামে ওষুধ দিছে ওইগুলো কাজ করে নাই,

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে রেসিস্টেন্ট এর কথা বলতেছিলাম এইটা নিয়ে কি দুশ্চিন্তা করার মত বিষয়? কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ কাজ না করলে তো দুশ্চিন্তায়, এইটা গরু বা নিজের সব ক্ষেত্রেই। অসুখ হইলে ওষুধ খাইয়া যদি কাজ না হয় তাহলে তো দুশ্চিন্ড়া অনেকই। আমার মনের ভিতর অনেক কিছু আছে,হয় আর ভাল হইব না ভাল হইব। বা কি অসুখ হইল কত টাকা লাগবে, একটু টেনশন না, তেনশনে আরও ক্ষতি হয়ে যায়, যেকোন ডাক্তার যদি ভাল চিকিৎসা প্রথমে দেয় আমার মনে হয় রোগী ভাল হয়ে যায়, আর প্রথমে যদি চিকিৎসা ভুল হয় আমার মনে হয় রোগীর চিকিৎসা ব্যয়বহুল হয় খরচ আরও বেশি হয়। গরুর অসুখ হইলে টেনশন আরও বেশি থাকে এত টাকা দামের একটা গরু মানুষের ক্ষেত্রেও এই রকম, নিজেরই কি আর আমার বাচ্চারই কি, অসুখটা যদি প্রথম ভাল না হয় তাহলে দুশ্চিন্তা হয়

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে নির্দিষ্ট টাইমে আমরা খাওয়ায় না বলে ওষুধ কাজ করতেছেনা, ঠিক মত খাওয়াই নাই বলে, কিভাবে এই ধরণের অসুস্থতা আমরা দূর করতে পারি?

উত্তরদাতাঃ আমি কি বলব আমি তো এই ধরণের বুঝি না, কিভাবে খাওয়াইলে কাজ করব এইটা তো আমি বুঝি না,

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে আমরা বলতেছিলাম রেসিস্টেন্ট মানে হল নিয়ম মানি নাই।

উত্তরদাতাঃ মনে হয় আমাদের ভুল হইছে না হয় ডাক্তাররা ট্রিটমেন্ট ভুল দিয়েছে, না হয় আমাদের খাওয়ায় অসুবিধা হয়েছে, টাইম করা দুইবেলা খাওয়ার কথা না হয় এক বেলা খাইছি। না হয় তিন বেলা খাইছি, এই রকম হইলে আমাদের আর কাজ করবে না।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি করলে আমাদের সেইটা কাজ করবে? কি করতে হবে আমাদের?

উত্তরদাতাঃ ঠিক মত ওষুধ খাইতে হবে, কোর্স মেনে চলতে হবে, ডাক্তাররা যেভাবে পরামর্শ দেয় সেই ভাবে মেনে চলতে হবে,

প্রশ্নকর্তাঃ যাই হোক অনেক ধন্যবাদ। অনেক আলাপ করলাম, আপনার অনেক সময় নিয়া নিয়েছি, আশা করি আপনি ভাল থাকবেন, আপনার দেওয়ার তথ্যগুলো আমাদের গবেষনাকে সমৃদ্ধ করবে। ধন্যবাদ।